দৈনিক সংবাদ
দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 JUN 1994 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তাদের অভিমত

শিক্ষাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার আহ্বান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল সোমবার বিকেলে 'সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ আরো বাড়ানো প্রয়োজন' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার মিলনায়তনে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ মোজাফফর আহমদ। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিএনপি'র সাংসদ আবদুর রব চৌধুরী, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন এমপি, ডঃ আতিউর রহমান, ডঃ একে জালালউদ্দিন ও ডঃ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

ডঃ মোজাফফর আহমদ বলেন, দেশে বর্তমানে কোন সুষম শিক্ষাব্যবস্থা নেই। সরকার এবং ধনীদের মাধ্যমে একটি বিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে। অথচ সংবিধানে একটি সমান সুযোগসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

তিনি বলেন, শিক্ষাখাতে শুধু বরাদ্দ বাড়ালেই চলবে না, শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য সমগ্র সমাজকে এ আন্দোলনে যুক্ত করতে হবে। নইলে শুধুমাত্র বরাদ্দ বাড়িয়ে দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

আবদুর রব চৌধুরী এমপি বলেন, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানোই বড় কথা নয়– শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষায় বরাদ্দ প্রতিবছর বাড়ে, এ বছরও বেড়েছে। তাতে উল্লসিত হওয়ার কিছুই নেই। কারণ সরকার সার্বজনীন শিক্ষাকে সাংবিধানিক অঙ্গীকারে পরিণত করেছে। তাই এ লক্ষ্যে বরাদ্দ বাড়াতেই হবে।

রাশেদ খান মেনন এমপি বলেন, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ে ঠিকই, কিন্তু এর সিংহভাগই চলে যায় নির্মাণকাজে। ফলে শিক্ষকরা মাসের পর মাস বেতন পান না। যারা সারা বছর অর্থকষ্টে থাকেন তাদের কাছে সর্বোচ্চ সেবা আশা করা ঠিক নয়।

ডঃ আতিউর রহমান বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে সফল দেশগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষায় সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া ছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। তাই আমাদের দেশেও শিক্ষাখাতে বরাদ্দের প্রায় পুরোটাই প্রাথমিক শিক্ষার পেছনে ব্যয় করতে হবে।